চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) **১৮ মে ২০২২**

এসডিজির সমন্বয়ক ও ইউএনডিপি প্রতিনিধিদের সাথে ভারপ্রাপ্ত মেয়র

সমস্যা চিহ্নিত করে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারলেই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থমকে যাবে না

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মো.গিয়াস উদ্দিন বলেছেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ একটি সুদৃঢ় অর্থনীতির ওপর নিজেকে দাঁড় করাতে পেরেছে। দেশের এই অগ্রযাত্রায় সারথী হয়েছে ইউ এনডিপির মতো উন্নয়ন সংগঠন। তিনি আরো বলেন, সমস্যা চিহ্নিত করা সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারলেই কোন সমাস্যাই সমস্যা হতে পারে না। তিনি প্রান্তিক জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়নে ইউএনডিপির ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, চসিকের আওতাধীন কিছু অনুন্নত এলাকার মানুষের আবাসন সমস্যা, বিশুদ্ধ পানি সহ সর্বপরি জীবনধারণের সমস্যা চিহ্নিত করে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর কর্মসূচী নিয়ে ইউএনডিপি যে কাজগুলো করেছে তা থেকে শিক্ষা নিতে অন্যান্য সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানান।

আজ বুধবার সকালে টাইগারপাসস্থ নগর ভবনে মেয়র দপ্তরে সাবেক মূখ্য সচিব ও বর্তমান এসডিজির সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ ও ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি সাক্ষাত করতে এলে তিনি একথা বলেন।

এতে বক্তব্য রাখেন-এসডিজির সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ফন গুয়েন, গ্লোবাল ক্লাইমেট এ্যাকশন প্রতিনিধি আনজু শর্মা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক যুগেশ প্রাধানাং, ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, আবুল হাসনাত বেলাল, ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাসেম, এলআইইউপিসির টাউন ম্যানেজার মো. সরোয়ার হোসেন খান প্রমুখ।

এসডিজির সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন, সংকট পরবর্তী অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে আগামী বাজেটে প্রাধান্য দিতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়নের ব্যাপারে সমস্যা চিহ্নিত করে আসন্ন বাজেট প্রস্তুত করতে হবে। চসিকের বার্ষিক বাজেটে প্রান্তিক জনগোষ্টির সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বাজেটে তাদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। তিনি ইউএনডিপি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলো মিডিয়ার মাধ্যমে সরেজমিনে পরির্দশনের ব্যবস্থা নিতে চসিকের প্রতি আহ্বান জানান। এতে চসিকের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হবে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শন করতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্টির প্রতিনিধিদের মাঝে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা নিজে অবলোকন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রান্তিক জনগোষ্টির মাঝে এ ধরণের সচেতনতা সৃষ্টি হলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা শুধু সময়ের ব্যাপার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিসবের আলোচনা অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত মেয়র

শেখ হাসিনার স্বাদেশ প্রত্যাবর্তনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুরুদ্ধার হয়েছে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন বলেছেন, স্বদেশ প্রত্যার্বন কতটা অপরিহার্য হতে পারে একটি জাতির জন্য সেটি বাংলাদেশের ২টি তারিখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। একটি ১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম পদার্পণ অন্যটি হলো ১৯৭৫ পরবর্তীতে পাকিস্তানমুখী যাত্রারত বাংলাদেশে ১৯৮১ এর ১৭ মে জাতির জনকের কন্যা স্বাধীনতাকামী বাঙালী জাতির ত্রান কর্তা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। শেখ হাসিনার আগমনে গনতান্ত্রিক সংগ্রামের পুনরুত্থান ঘটে। তার ফিরে আসা দেশ ও জাতির জন্য অপরিহার্য ও ঐতিহাসিক। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বাগমনিরাম ওয়ার্ডের এস এফ টাওয়ারে ক, খ ও গ ইউনিট

আয়োজিত শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যবর্তন দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শ্রমিক লীগের সহসভাপতি সফর আলী, সাইফুল আলম বাবু, আব্দুল হালিম, শাহ জাহান রতন, জসিম উদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম, হাসান মনছুর, আজাদুর রহমান, আবদুল ওয়াদুদ আরজু, ইসলাম আমিন, নুরুল আবছার প্রমুখ।

এ সময় তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনা তার যোগ্যতা দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ রাখেন মুক্তিযুদ্ধের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ৭৫'র পরবর্তী পাকিস্থানপন্থী পেছন দিয়ে হাটতে থাকা বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় ফিরিয়ে আনেন। সমপ্রতিকালে করোনায় মহামারী দেশের সকল সংকটে শেখ হাসিনা মায়ের মমতায় জীবনে ঝুকি নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাাচ্ছেন।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

পূর্ব নাসিরাবাদ ও মোহাম্মদপুর এলাকায় বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বুধবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নর্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী'র নেতৃত্বে রাজস্ব সার্কেল-১ আওতায় জিইসি মোড়, ওআর নিজাম রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ ও মোহাম্মদপুর এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হয়।

অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে মুরাদপুর থেকে পাঁচলাইশ থানা মোড় পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বের ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করায় এবং জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ১৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পুর্বক ৪৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ৬ ব্যক্তিকে ৪২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩